সহকর্মীকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে এনসিপি নেতা গ্রেপ্তার



এনসিপি নেতা পলাশ আলী। ছবি: সংগৃহীত

রাজশাহীর তানোরে নারী সহকর্মীকে ধর্ষণচেষ্টার মামলায় পলাশ আলী (৩০) নামে এনসিপির এক নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার (১২ নভেম্বর) আদালতের পরোয়ানা পেয়ে তাকে আটক করা হয়। পরে আদালতের কার্যক্রম শেষ হওয়ায় তাকে কারাগারে পাঠানো হয়।

পলাশ আলী এনসিপির তানোর উপজেলা কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক।

মামলার এজাহার ও আদালতে দেওয়া অভিযোগ থেকে জানা যায়, গত ২ সেপ্টেম্বর রাত পৌনে ৯টার দিকে পাঁচন্দর ইউনিয়নের কাউন্সিল মোড়ের কাছে উদুমনা পুকুরের দক্ষিণ পাশে এ ঘটনা ঘটে। একটি সামাজিক সংগঠনে একসঙ্গে কাজ করার সময় থেকেই পলাশ তাকে উত্ত্যক্ত ও কুপ্রস্তাব দিতেন বলে অভিযোগ করেন ওই নারী। ঘটনার দিন বাড়ি ফেরার পথে তাকে জাপটে ধরে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়। তার চিৎকার শুনে স্থানীয়রা এগিয়ে এলে অভিযুক্ত পালিয়ে যান। পরে ওই নারীকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়।

চিকিৎসা শেষে থানায় মামলা করতে গিয়ে ব্যর্থ হওয়ার অভিযোগ তুলে আদালতে আবেদন করেন ভুক্তভোগী। পরে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিশেষ ট্রাইব্যুনাল-১-এ ৬৭/২০২৬ নম্বরে মামলা হয়। আদালতের নির্দেশে অনুসন্ধানে অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়ার কথা জানানো হয়। এরপর জারি করা পরোয়ানায় পলাশকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এদিকে, মামলাটিকে পূর্ববিরোধের জেরে করা হয়েছে বলে দাবি করেছেন রাজশাহী মহানগর এনসিপির সদস্যসচিব আতিকুর রহমান। তার ভাষ্য, পলাশ আগে ফেমাস নামের একটি এনজিওতে কাজ করতেন। চাকরি ছাড়ার পর প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক আশরাফুল ইসলামের সঙ্গে তার বিরোধ হয়। পলাশের বিরুদ্ধে ২০ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে মামলা হলেও তদন্তে প্রমাণ না পাওয়ায় তাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল বলে দাবি করেন তিনি।

আতিকুর রহমানের অভিযোগ, প্রায় চার মাস আগে আশরাফুল ইসলাম এক নারী কর্মীর সঙ্গে আপত্তিকর অবস্থায় স্থানীয়দের হাতে আটক হন। ওই ঘটনার ভিডিও পলাশ প্রচার করায় তার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করা হয়। সেই ঘটনার প্রতিশোধ নিতেই নারী কর্মীকে দিয়ে ধর্ষণচেষ্টার মামলা করানো হয়েছে বলে দাবি এনসিপি নেতার।

অভিযুক্ত পলাশ আলীর বক্তব্য পাওয়া যায়নি।